ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নতুন প্রেমে অনন্যা পান্ডে

পৃঃ ৫

'বদলি' রোনালদো জেতালেন পর্তুগালকে

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৫২ ● কলকাতা ● ২৮ ভাদ্র, ১৪৩১ ● শনিবার ● ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সল্টলেকে যাচ্ছে রাশি রাশি খাবার, বিলিয়েও শেষ হচ্ছে না!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ধর্নায় বসেছেন হাজার হাজার জুনিয়র ডাক্তার। আরজি করে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে আন্দোলন করছেন তাঁরা। ডাক্তারদের এই জমায়েতে বহু মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ডাক্তারদের জন্য এত খাবার পৌঁছেছে সল্টলেকে, যে তা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন তাঁরা। জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের ১৫ জন প্রতিনিধিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে নবান্নে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু ৩২ জন প্রতিনিধি নবান্নে যান। তাঁদের দাবি ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সরাসরি সম্প্রচার করতে হবে। যাতে রাজি হয়নি সরকার। দু'ঘণ্টার বেশি সময় নবান্নের সভাঘরে অপেক্ষা করে বেরিয়ে যান মমতা। তিনি

এরপর ৩ পাতায়

রেশন দুর্নীতি মামলায় ফের সক্রিয় ইডি, জেলা জুড়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি!

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : রাজ্যে রেশন বন্টন দুর্নীতি-কাণ্ডে এবার কলকাতা-সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে মোট সাতটি জায়গায় ম্যারাথন তল্লাশি অভিযান ইডির । সল্টলেক সিজিও কমপ্লেক্স সূত্রের খবর, শুক্রবার সকাল ৬টার সময় ১০টিরও বেশি গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন ইডি আধিকারিকরা। সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।ইডি সুত্রের খবর, রাজ্যের রেশন বন্টন দুর্নীতির কাণ্ডের তদন্ত নেমে তাঁদের কাছে বেশ কয়েকজন রাজ্য সরকারি আধিকারিক, ফুড ইন্সপেক্টর এবং রেশন ডিলারের নাম উঠে এসেছে। তার জন্যই আজ নদীয়ার কল্যাণী, বারাসত, কলতারা, জয়নগর, মেদিনীপুর ও সুন্দরবনের বাসন্তীর সোনাখালি সহ মোট সাতটি জায়গায় সকাল থেকে তল্লাশি চালাচ্ছে তারা । এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এর মধ্যে কল্যাণীতে একজন ফুড ইন্সপেক্টরের বাড়িতে ও বাসন্তীর সোনাখালির একটি রেশন গোডাউন ও তার ম্যানেজারের বাড়িতে আজ তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

এছাড়ও এর আগে রেশন সংক্রান্ত একাধিক নথি খাদ্য দফতর থেকে চেয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। সেই নথির সূত্র ধরেই বেশ কয়েকজন ফুড ইন্সপেক্টর থেকে শুরু করে একাধিক সংস্থার হদিশ মিলেছে । সেই মতই একই

এরপর ৩ পাতায়

এবার পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত!ক লড়াইয়ে

আর জি কর আবহে আরও বিপাকে রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ২৭ অগস্ট নবান্ন অভিযানের আগের রাতে ছাত্রসমাজের ৪ প্রতিনিধিকে গ্রেফতার করেছিল গোলাবাড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে পদে পদে প্রশ্নের মুখে পড়ে রাজ্য । গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করে আদালত।এই মামলা বিচারপতি রাজর্ষী ভরদ্বাজের এজলাসে গেলে তার প্রশ্ন ছিল, "কীসের ভিত্তিতে ওদের গ্রেফতার করল পুলিশ? আর যদি গ্রেফতার করেইছে তাহলে কীসের ভিত্তিতেই বা ছেড়ে দিল?' 'যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে তো পুলিশ যাকে যখন খুশি গ্রেফতার করবে আর ২৪ ঘণ্টা পরে ছেড়ে দেবে!" হাইকোর্ট আরও প্রশ্ন তোলে, 'খুনের চেষ্টার ষড়যন্ত্রেই গ্রেফতার হলে ২৪ ঘন্টায় ছেড়ে দেওয়া হল কেন? এত জঘন্যতম অপরাধের ভিত্তিতে এমন পদক্ষেপ কেন পুলিশের?' এরপরই এই নিয়ে কেস ডায়েরি সহ যাবতীয় নথি তলব করেছিলেন জাস্টিস ভরদ্বাজ।এবার ওই গ্রেফতার হওয়া ওই চার নেতার আবেদন মঞ্জুর করল কলকাতা হাই কোর্ট।

'অহেতুক' গ্রেফতারির ঘটনায় যুক্ত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চারজন। শুক্রবার বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বেঞ্চ তাদের আর্জি মঞ্জুর করল। যা নিয়ে অস্বস্তি আরও বাড়ল রাজ্য সরকারের।

প্রসঙ্গত, আর জি কর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে গত ২৭ অগস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় 'ছাত্র সমাজ'। তার আগের রাতেই গ্রেফতার করা হয়েছিল এই চার জনকে। পুলিশ জানায় ২৬ আগস্ট রাত ৯ :৫৫ টা নাগাদ তারা জানতে পারেন যে ওই ৪জন কোনো অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ২৭ অগাস্ট রাত ১২:০৫ নাগাদ গ্রেফতার করা হয় ওই চার যুবককে।ওই দিন সকালেই বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, ওই চার ছাত্রনেতা নিখোঁজ বলে তাদের গ্রেফতারি বা আটক করার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। পরে পাল্টা পুলিশ তরফে জানানো হয়, 'খুনের ছক কষায়' জড়িত থাকার অভিযোগে তাদের চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরদিন বিকেলেই অবশ্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

দিনের পর দিন একই পোশাকে সঞ্জয়,

দুর্গন্ধে জেরবার তদন্তকারীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পরিবার পাশে নেই। মুখ ফিরিয়েছেন মা-বোনেরাও। তাই এক মাস ধরে এক পোশাকেই কাটায় সঞ্জয় রাই। সেই পোশাক থেকে এতটাই দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করেছে যে, বুধবার প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতর সঞ্জয়ের দাঁতের ফরেনসিক পরীক্ষা করাতে গিয়ে রীতিমতো নাক সিঁটকোতে হয় সিবিআই আধিকারিক ও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের।কিন্তু তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইয়ের বোন ও দিদিরা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে কীর্তি সঞ্জয় করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে, পরিবারের কেউ তার পাশে দাঁড়াবেন না। ফলে জেল হেফাজতে থাকাকালীন সঞ্জয় রাইয়ের সঙ্গে তার পরিবারের কেউ দেখা করতে আসেননি। তার মা কালীঘাট অঞ্চলের বাসিন্দা। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে তাঁর বাড়ি হাঁটা পথ। তবুও মা একদিনের জন্যও ছেলের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। এমনকী, তাঁর দিদি ভাইয়ের ফাঁসিও চেয়েছিলেন। তাই পরিবারের কারও কাছ থেকে আর নতুন বা কাচা কাপড় পাওয়া হয়নি। তাই কোনওমতে ওই একই পোশাক পরে সেলে থাকতে হয়েছে তাকে। এমনকী, পলিগ্রাফ বা দাঁতের ফরেনসিকের সময় সে ছিল সেই একই পোশাকে। তার জামাকাপড় থেকে রীতিমতো দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে বলে খবর। শেষ পর্যন্ত সঞ্জয়ের এক পরিচিত বিষয়টি জানতে পেরে দু'টি জামা ও দু'টি ট্রাউজার কিনে কারা আধিকারিকদের দেন। জেলের নিয়ম মেনেই নতুন পোশাক সঞ্জয় রাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে কারা দপ্তর।তবে কারা সূত্রের খবর, এক পরিচিতর মাধ্যমে এক মাস পর হাতে নতুন জামা ও ট্রাউজার পেয়ে মুখে হাসি ফুটেছে সঞ্জয়ের। যদিও কারা সূত্রের খবর, সন্দীপ ঘোষের গ্রেপ্তারি শুনেও তার মুখে কোনও ভাবান্তর হয়নি।এমনকী, জেলের ভিতর যে সেলে সঞ্জয় রাই রয়েছে, সেই একই সেলের অন্য ঘরে সন্দীপ ঘোষ রয়েছেন জেনেও সে বিশেষ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় প্রথমে কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রাই। পরে তদন্তভার হাতে পাওয়ার পর তাকে নিজেদের হেফাজতে নেয় সিবিআই। গত ৯ আগস্ট আর জি করের সেমিনার রুম থেকে নির্যাতিতার দেহ উদ্ধার হয়। এর পরের দিন সঞ্জয় রাইকে গ্রেপ্তার করেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। ধরা পড়ার সময় তার পরনে ছিল একটি টি-শার্ট ও বারমুডা। ওই পোশাকেই সে প্রথম কয়েকদিনের জন্য পুলিশের হেফাজতে ছিল। এর পর সেই একই পোশাকে যে যায় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআইয়ের দপ্তরে। ১৪ দিন হেফাজতের পর যখন সে শিয়ালদহ আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে যায়, তখনও তার শরীরে ছিল একই পোশাক। আদালতে তার সঙ্গে দেখা করতে চাননি কেউ। জেল হেফাজতে থাকাকালীন ওই একই পোশাকে ছিল সে।প্রেসিডেন্সি জেলের পয়লা বাইশ সেলের কারারক্ষীরা কাছে এলে তাঁদের সে জানায়, এই একই পোশাক পরে আর থাকা যাচ্ছে না। কষ্ট হচ্ছে। কারারক্ষীরা সঞ্জয় রাইকে জানায়, তাঁর বাড়ি থেকে কেউ এসে অন্য জামাকাপড় দিলে জেলের নিয়ম মেনে তা তাকে দেওয়া যেতে পারে। না হলে তাকে থাকতে হবে একই পোশাকে।

এবার পুজোতে শনি-রবিবার থাকছে

অতিরিক্ত মেট্রো পরিষেবা

বেবি চক্রবর্ত্তী,কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা প্রায় চলে এসেছে। এরই মধ্যে দিনে দিনে ক্রমশ বাড়ছে বাজারে কেনাকাটার ধুম। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় মেট্রো গুলোতে থাকে প্রচন্ড ভীড় একদিকে পুজোর কেনাকাটা অর অন্যদিকে অফিস ফেরা যাত্রী থেকে পড়ুয়া। তাই এবার থেকে ভিড়ে ঠাসা যানজট রুখতে শনি-রবিবার চলবে অতিরিক্ত মেট্রো। ইতিমধ্যেই কলকাতা মেট্রোর তরফে বিবৃতি জারি হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ১৪ সেপ্টেম্বর ও ২১ সেপ্টেম্বর দুই শনিবার ২৩৪টির বদলে পুজোর আগে পর্যন্ত চলবে ২৬২টি মেট্রো। অন্যদিকে ২৮ সেপ্টেম্বর ও ৫ অক্টোবর দুই শনিবার ২৩৪টির বদলে ২৮৮টি মেট্রো চলবে। এছাড়াও ১৫, ২২, ২৯ সেপ্টেম্বর ও ৬ অক্টোবর রবিবারগুলিতে ১৩০টির বদলে ১৯৬টি মেট্রো চলবে। শনিবার দমদম থেকে প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে। অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল ৭টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে রাতে শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে ৯টা বেজে ২৮ মিনিটে। অন্যদিকে কবি সুভাষ থেকে শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে ৯টা ৪০ মিনিটে। প্রত্যেক রবিবার কবি সুভাষ থেকে প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে সকাল ৯টায়। দমদম থেকে রবিবারে প্রথম মেট্রো ছাড়ছে সকাল ৯টায়। রাতে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত শেষ মেট্রো রাত ৯টা ২৭ এর পরিবর্তে সাড়ে ৯টায় পাওয়া যাবে।এছাড়াও দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে রাত ৯টা ২৮ মিনিটে। দমদম থেকে কবি সুভাষগামী শেষ মেট্রো পাওয়া যাবে ৯টা ৪০ মিনিটে। তবে গ্রিন লাইন-১, গ্রিন লাই-২, পার্পল ও অরেঞ্জ লাইন শনি ও রবিবারের মেট্রো সূচি পরিবর্তিত থাকছে না।এবার পুজোতে যাত্রী পরিষেবা দিতে পুরো দমে কাজে নেমে পড়েছে কলকাতা মেট্রো।

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নির্যাতিতার পরিবারকে,

দুপুর থেকেই হাসপাতালে তদন্ত চলছে সিবিআইয়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মৃত মহিলা চিকিৎসকের পরিবারকে এ বার আরজি করে নিয়ে যাচ্ছে সিবিআই। উল্লেখ্য, শুক্রবার দুপুরেই সিবিআইয়ের একটি দল আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে যায়। হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখেন তদন্তকারীরা। বিকেলে নির্যাতিতার পরিবারকে আরজি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আরজি কর-কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত একমাত্র এক জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত পেশায় সিভিক ভলান্টিয়ার। অভিযোগ, ঘটনার সময় সেখানে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার উপস্থিত ছিলেন। তার একাধিক প্রমাণ মিলেছে বলেও খবর তদন্তকারী সূত্রে। সিবিআই ইতিমধ্যেই তদন্তের স্বার্থে ধৃত-সহ সাত জনের পলিগ্রাফ টেস্ট করিয়েছে। ধৃতের নার্কো পরীক্ষারও আবেদন জানানো হয় আদালতে। তবে ধৃতের অনুমতি না থাকায় বিচার সিবিআইয়ের আবেদন খারিজ করে দেন।

সিবিআই অতীতে এই মামলার তদন্তে একাধিক বার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে। এ বার তাদের আরজি করেই নিয়ে যাচ্ছেন তদন্তকারীরা।আরজি কর-কাণ্ডে প্রথম থেকেই পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নির্যাতিতার পরিবার। অভিযোগ, ঘটনার পর মেয়ের দেহ দেখতে দেওয়া হয়নি। দেহ দেখার জন্য অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। এ ছাড়াও, পুলিশের বিরুদ্ধে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগও তুলেছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। মনে করা হচ্ছে, আরজি করের ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হতে পারে নির্যাতিতার পরিবারকে। ঘটনার দিন তারা কী দেখেছেন, কোথায় কোথায় কারা কারা ছিলেন এই সব বিষয় আরও স্পষ্ট ভাবে জানতেই সিবিআইয়ের এই পদক্ষেপ।প্রসঙ্গত, শুক্রবার

এরপর ৩ পাতায়

বিহারের গঙ্গাপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে

নার্সকে গণধর্ষণের চেষ্টা ডাক্তারদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আরজি কর হাসপাতালে তিলোত্তমার ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার আগুন এখনও নেভেনি গোটা বিশ্বজুড়ে চলছে আজও প্রতিবাদ। তার মাঝেই এবার বিহারে একেবারে হাড়হিম করা ঘটনা। বিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে এক নার্সকে গণধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে খবর। এই ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সূত্রের খবর নির্যাতনকারীদের মধ্যে একজন হলেন সেই হাসপাতালেরই চিকিৎসক। তিনিও ওই নার্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ। ওই চিকিৎসক আবার ওই নার্সিংহোমের অন্যতম প্রশাসক। তার বিরুদ্ধেই এই ভয়াবহ অভিযোগ। তবে ওই নার্স কোনওরকমে সেখান থেকে পালিয়ে আসতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। তার আগে তিনি ব্লেড দিয়ে ওই চিকিৎসকের গোপন অঙ্গে আঘাত করেন। রক্তারক্তি হতেই তিনি কোনওরকমে রক্ষা পান। পাশাপাশি গঙ্গাপুরের আরবিএস হেলথ কেয়ার সেন্টারে ওই নার্স সেদিন সবে কাজ শেষ করেছিলেন। এরপর তিনি বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। বুধবার রাতের ঘটনা। তখন ওই হাসপাতালের চিকিৎসক তথা হাসপাতালের অন্যতম প্রশাসক ডাঃ সঞ্জয় কুমার ও তার দুজন সহযোগী ওই নার্সের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন বলে খবর। ওই তিনজনই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন বলে খবর। তারা ওই নার্সকে রেপ করার চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ। তবে সেই নার্স ওই দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ওই চিকিৎসকের গোপন অঙ্গে আঘাত করেন। এরপর তিনি ওখান থেকে পালিয়ে আসেন। এরপর হাসপাতালের কাছের একটি মাঠে তিনি লুকিয়ে পড়েন। সেখান থেকেই তিনি পুলিশকে ফোন করেন। পুলিশ গিয়ে ওই নার্সকে উদ্ধার করে। এরপর পুলিশ এলাকায় তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ওই চিকিৎসককে গ্রেফতার করে। তার দুজন সঙ্গীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ডেপুটি সুপারিন্টেডেন্ট সঞ্জয় কুমার পান্ডে জানিয়েছেন, তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে চিকিৎসকও রয়েছেন। তবে ওই নার্সের উপস্থিত বুদ্ধি তারিফ করার মতো। ওই হাসপাতালের জয়ভেতর থেকে তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর সমস্ত সিসি ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর ওই কাণ্ড ঘটনোর চেষ্টা করা হয়। তবে ওই নার্স তাঁর উপস্থিত বুদ্ধির জেরে রক্ষা পেয়েছেন। পুলিশ ওই হাসপাতাল থেকে হাফ বোতল মদ, রক্তমাখা জামাকাপড়, যে ব্লেড দিয়ে রক্ষা পেয়েছিলেন নার্স সেটিকে উদ্ধার করতে পেরেছে। একাধিক মোবাইলও পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে।

নতুন দিল্লিতে দ্বিতীয় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয়

অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : আমি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের প্রথমেই উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাই। গত দু'দিন ধরে আপনারা অসামরিক বিমান চলাচল বিষয়ের ওপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত উজ্জ্বল নক্ষত্ররা এখানে উপস্থিত রয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতি আমাদের যে অঙ্গীকার, তা প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির বয়স ৮০ বছর। আমাদের মন্ত্রী শ্রী নাইডুর নেতৃত্বে এই উপলক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে-'এক পেড় মা কে নাম', অর্থাৎ মায়ের নামে একটি গাছ লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৃহৎ এই উদ্যোগে ৮০ হাজার গাছ লাগানো হবে। এই প্রসঙ্গে আমি আরও একটি বিষয়ের অবতারণা করছি। আমাদের দেশে যখন কারোর বয়স ৮০ বছর হয় তখন সেই বর্ষপূর্তি বিশেষভাবে উদযাপিত হয়। আমাদের পূর্বপুরুষরা বলতেন, কারোর বয়স ৮০ হওয়া মানে তিনি ১ হাজার বার পূর্ণিমার চাঁদ দেখার সাক্ষী রয়েছেন। সেই একইভাবে আমরা বলতে পারি, আমাদের এই ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত সংগঠনটিও ১ হাজার বার পূর্ণিমার চাঁদ দেখেছে এবং খুব কাছ থেকে দেখেছে। তাই, ৮০ বছরের এই পথ চলা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, স্মরণীয় এবং সফল। বন্ধুগণ, বর্তমান চলমান উন্নয়নের যুগে অসামরিক বিমান চলাচলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভারতের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন যাত্রায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটির বিশেষ অবদান আছে। আমরা আমাদের জনসাধারণ, সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধিকে অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করেছি। এ দেশে মধ্যবিত্তের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। আর তাই, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটির চাহিদাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

রেশন দুর্নীতি মামলায় ফের সক্রিয় ইডি, জেলা জুড়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি!

সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে । দক্ষিণ কলকাতার একটি অফিস ও অন্য একটি ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত,এই রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে আগে উত্তর ২৪ পরগনার ব্যবসায়ী বাকিবুর রহমানকে গ্রেফতার করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা। তবে বর্তমানে জামিনে মুক্ত রয়েছেন বাকিবুর । এই বাকিবুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নাম পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা । পরবর্তী সময়ে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককেও গ্রেফতার করা হয়। তিনি এখনও জেলে রয়েছেন । সেই সঙ্গে আলিফ-আনিসুরের থেকে ৯৪ লক্ষ টাকা নগদ বালুর পকেটে ! কেন ? উত্তর খুঁজছে ইডি! রাজ্যের রেশন দুর্নীতি-কাণ্ড যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক বা অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই যুক্ত, তেমনটা নয় । বরং খাদ্য দফতরের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক থেকে শুরু করে সাধারণ সরকারি কর্মীরাও যুক্ত রয়েছেন বলে মনে করছেন তদন্তকারি আধিকারিকরা । এর আগে খাদ্য দফতর থেকে রাজ্যে বাতিল হয়ে যাওয়া রেশন কার্ড এবং রাজ্যের সচল রেশন কার্ডের পরিসংখ্যানের তালিকা চেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা। সেই পরিসংখ্যান তথ্য পাওয়ার পরেই তল্লাশি বলে জানা যাচ্ছে । শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনো তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দারা।এখন দেখার তল্লাশি শেষে কাউকে আবার নতুন করে গ্রেফতার করে কি না তদন্তকারীরা কিংবা নতুন করে আরজিকর কাণ্ডের মধ্যে আবার রাজ্যের কোন প্রভাবশালীর নাম সামনে উঠে আসে কি না!

১-ম পাতার পর

সল্টলেকে যাচ্ছে রাশি রাশি খাবার, বিলিয়েও শেষ হচ্ছে না!

সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, "আমি আশা করেছিলাম, ওরা আসবে। এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন, তাই সরাসরি সম্প্রচার সম্ভব নয়। বৈঠক রেকর্ডিংয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বাংলার মানুষের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তিন দিন ধরে চেষ্টা করেও আমি এর সমাধান করতে পারলাম না। ওরা ছোট, ওদের আমি ক্ষমা করলাম। বাইরে থেকে ওদের প্রভাবিত করা হচ্ছে। কেউ কেউ বিচার চায় না, চেয়ার চায়।" নবান্নের সামনে থেকে জুনিয়র ডাক্তারেরা এর পর জানান, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে হতাশ। কারণ, তাঁর চেয়ারের উপর ভরসা রেখেই তাঁরা বৈঠক করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার না হলে বৈঠক সম্ভব নয়। আবার ধর্নামঞ্চে ফিরে গিয়েছেন ওই ৩২ প্রতিনিধি।স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ডাক্তারদের ধর্না শুক্রবার চতুর্থ দিনে পড়েছে। মঙ্গলবার বিকেল থেকে তাঁরা অবস্থানে বসেছেন। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে জুনিয়র ডাক্তারেরা সেই ধর্নায় যোগ দিয়েছেন। কয়েক হাজার ডাক্তার জমায়েত করেছেন সল্টলেকে। প্রথম থেকেই সাধারণ মানুষকে এই আন্দোলনে তাঁরা পাশে পেয়েছিলেন। স্বাস্থ্য ভবনের সামনে অবস্থানে বসতে তাঁদের যাতে অসুবিধা না হয়, প্রথম থেকেই তার জন্য অনেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার দুপুর এবং রাতের খাবারের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল ডাক্তারদের অবস্থান মঞ্চে। সমাজমাধ্যমে একটি গ্রুপে খাবারের জন্য সাহায্য চেয়েছিলেন তাঁরা। তার পর সেই পোস্ট ভাইরাল হয়ে যায়।বহু মানুষ ডাক্তারদের জন্য দুপুর এবং রাতের খাবার পাঠাতে শুরু করেছেন বৃহস্পতিবার থেকে। ভারী খাবার পাঠানো হচ্ছে। প্রয়োজনের বেশি খাবার সেখানে জমে গিয়েছে। অতিরিক্ত খাবার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিলিয়েও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। তাই এই মুহূর্তে আর খাবার না পাঠানোর আর্জি জানিয়েছেন ডাক্তারেরা। তাঁদের বক্তব্য, "এই মুহূর্তে আর নতুন করে খাবারের প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যতে আবার যখন দরকার হবে, আমরা আবেদন জানাব। তখন নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন। আপনাদের ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই।"

জুনিয়র ডাক্তারদের দু'জন প্রতিনিধির ফোন নম্বর প্রকাশ করা হয়েছিল। সাহায্য করতে আগ্রহী বহু মানুষ সেখানে যোগাযোগ করছেন। ওই দুই প্রতিনিধি এই মুহূর্তে আন্দোলনের অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বলে অনেক সময়ই ফোন তুলতে পারছেন না, জানিয়েছেন ডাক্তারেরা। খাবারের জন্য যোগাযোগ করার প্রয়োজন আপাতত নেই বলেও জানিয়েছেন।

২ পাতার পর

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে নির্যাতিতার পরিবারকে, দুপুর থেকেই হাসপাতালে তদন্ত চলছে সিবিআইয়ের

দুপুরে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে যায় সিবিআইয়ের একটি দল। হাসপাতালের অধ্যক্ষ যে বিল্ডিংয়ে বসেন, সেই প্ল্যাটিনাম জুবিলি বিল্ডিংয়ে গিয়েছেন। তার পাশাপাশি, অন্যান্য জায়গাও ঘুরে দেখে তারা। তদন্তের সূত্রে এর আগে বেশ কয়েক বার আরজি করে গিয়েছে সিবিআই। ঘটনাস্থলে থ্রিডি ম্যাপিংও করা হয়েছে। অনেককে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা।

জামিন পেয়েই সরব 'জঙ্গি' সাংসদ রশিদ

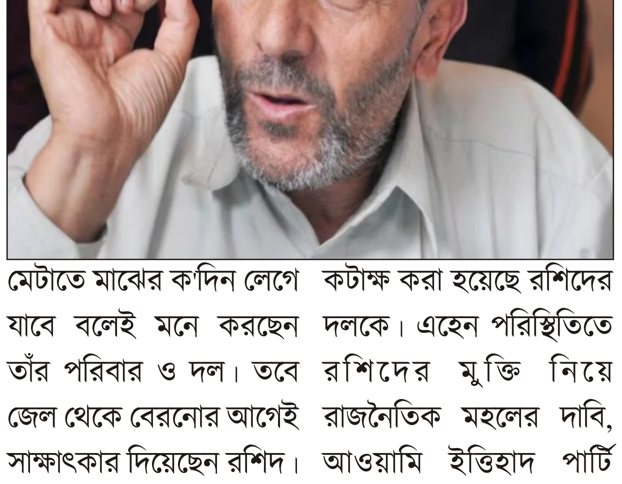

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সদ্য জামিন পেয়েছেন টেরর ফান্ডিংয়ে অভিযুক্ত শেখ আবদুল রশিদ। তার পরেই ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করা নিয়ে মুখ খুললেন বারামুলার সাংসদ। তাঁর কথায়, বিশেষ একটি শর্ত মেনে নিলেই ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত প্রার্থীকে সমর্থন করবে তাঁর দল। উল্লেখ্য, জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের বাকি আর মাত্র এক সপ্তাহ। উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দিল্লির বিশেষ আদালত থেকে জামিন পেলেও রশিদ কাশ্মীরে পা রাখতে পারেন পবিত্র জুম্মাবার, অর্থাৎ শুক্রবারে। আইনি প্রক্রিয়া মেটাতে মাঝের ক'দিন লেগে যাবে বলেই মনে করছেন তাঁর পরিবার ও দল। তবে জেল থেকে বেরনোর আগেই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন রশিদ। যদিও রাজনৈতিক বিরোধিতা ভুলে 'জঙ্গি' রশিদকে একযোগে বিঁধেছে পিডিপি-ন্যাশনাল কনফারেন্স। বিজেপির 'বি-টিম' বলে কটাক্ষ করা হয়েছে রশিদের দলকে। এহেন পরিস্থিতিতে রশিদের মুক্তি নিয়ে রাজনৈতিক মহলের দাবি, আওয়ামি ইত্তিহাদ পার্টি আসলে বিজেপিরই বি-টিম। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে রশিদ বলেন, "ইন্ডিয়া জোট আমাদের কথা দেয় যে ওরা কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরলেই ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে দেবে, তাহলে ইন্ডিয়া জোটকে সমর্থন করব। আমার দলের প্রত্যেক কর্মী, প্রত্যেক প্রার্থীকে বলব যেন নিজেদের ভোট যেন ইন্ডিয়া জোটকে দেয়।" রশিদের সাফ দাবি, তাঁরা ভারতের শত্রু নন বা পাকিস্তানের এজেন্ট নন। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট নরেন্দ্র মোদি তাঁদের সমস্ত কিছু অসাংবিধানিকভাবে কেড়ে নিয়েছেন বলেই মনে করেন বারামুলার সাংসদ। সাফ জানিয়ে দেন, ভারত যদি গোটা বিশ্বে ক্ষমতাবান 'বিশ্বগুরু' হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তাহলে অবশ্যই কাশ্মীর সমস্যা মেটাতে হবে।

উঠে এল লাদেনপুত্র!

আফগানিস্তানে আল কায়দার 'আমির' সেই হামজা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০১৯ আমেরিকা দাবি করেছিল, সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে খতম হয়েছে ওসামা বিন লাদেনের পুত্র হামজা বিন লাদেন। আমেরিকার এই বিরাট সাফল্য খারিজ হয়ে গেল মাত্র ৫ বছরেই। কার্যত 'কবর' থেকে ফিরে এল লাদেন পুত্র। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম 'দ্য মিরর' সূত্রে খবর, হামজা শুধু বেঁচে আছে তাই নয়, আফগানিস্তানের মাটিতে বসে আল কায়দার সংগঠন বাড়ানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে।টুইন টাওয়ারে হামলার বর্ষপূর্তির দিন ২০১৯ সালে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোলান্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, লাদেনের পুত্রকে খতম করেছে আমেরিকা। যদিও কবে মারা হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করেননি তিনি। এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ওসামা বিন লাদেনের পুত্র এবং আল কায়েদার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হামজা বিন লাদেন আফগানিস্তান-পাকিস্তান অঞ্চলে আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে মারা গিয়েছে।' উল্লেখ্য, টুইন টাওয়ারে হামলার পর ২০১১ সালে ওসামা বিন লাদেনকে খতম করে আমেরিকা। ওসামা বিন লাদেনের পরে বয়স্ক নেতাদের প্রভাব ফিকে হতে থাকায় তরুণ মুখ হামজাই হয়ে উঠেছিল আল কায়দার নতুন মুখ। ২০১৫ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত নানা একাধিক অডিও বার্তায় শোনা গিয়েছিল, সিরিয়ায় জঙ্গিদের জোট গড়ার কথা বলছে হামজা। তরুণদের ওসামার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য পশ্চিমী দেশগুলির রাজধানীতে হামলা চালানোর বার্তা দিত ওসামা-পুত্র। লাদেন-পুত্রের মাথার দাম এক সময় ১০ লক্ষ ডলার ঘোষণা করেছিল আমেরিকা।

বিদেশি সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, বাবার তৈরি সন্তাসবাদী সংগঠন আল কায়দাকে নতুন করে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে হামজা। তার এই কাজে সহায় হয়েছে লাদেনের আর এক পুত্র তথা হামজার ভাই আবদুল্লা বিন লাদেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন করে সঙ্গী জুটিয়ে আফগানিস্তানেই ক্যাম্প শুরু করে দিয়েছে। 'ক্রাউন প্রিন্স অব টেরর' হিসেবে পরিচিত হামজার নিরাপত্তায় মোতায়েন রয়েছে প্রায় ৪৫০ জন স্নাইপার যোদ্ধা।

২০২১ সালে মার্কিন সেনা আফগানিস্তান ছাড়ার পর আফগানিস্তানের দখল নিয়েছে তালিবান। এর পর নতুন করে সেখানে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে শুরু করেছে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি। এই পরিস্থিতিতে জানা যাচ্ছে, অ্যান্টি তালিবান মিলিটারি সংগঠন হিসেবে অফগানিস্তানে কাজ শুরু করে দিয়েছে হামজা। আল কায়দাকে নতুন করে সংগঠিত করার পাশাপাশি আফগানিস্তানের পঞ্চশিরের দিকে এগোচ্ছে সে। তার নিরাপত্তায় নিযুক্ত রয়েছে, আরব ও পাকিস্তানের ৪৫০ নিরাপত্তারক্ষী।

প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা

এবং ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ওড়িশা উপকূল থেকে পরপর দু'বার ভিএলএসআরএসএএম ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রতিরক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণা সংস্থা (ডিআরডিও) এবং ভারতীয় নৌ-বাহিনী সফলভাবে স্বল্প দূরত্বের ভূমি থেকে আকাশ পথে ভার্টিক্যাল লঞ্চ শর্ট রেঞ্জ সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল (ভিএলএসআরএসএএম) উৎক্ষেপণ করেছে। ওড়িশার চাঁদিপুরে ইন্টিগ্রেটেড টেস্ট রেঞ্জ থেকে আজ এই ক্ষেপণাস্ত্রের দ্বিতীয় পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণটিও সফল হয়েছে। এই ক্ষেপণাস্ত্র দ্রুত গতিতে আকাশ পথে লক্ষ্য বস্তুতে নিখুঁতভাবে আঘাত হেনেছে। গতকাল, ১২ সেপ্টেম্বরের পর আজ দ্বিতীয় সফল উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে এর কার্যকারিতা প্রমাণ হ'ল। এই ক্ষেপণাস্ত্রে সম্প্রতি বেশ কয়েকটি অত্যাধুনিক উপাদান যুক্ত করা হয়েছে। সফল উৎক্ষেপণের জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং ডিআরডিও এবং নৌ-বাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ডিআরডিও-র চেয়ারম্যান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের সচিব ডঃ সমীর ভি কামাত ভিএলএসআরএসএএম-এর সফল উৎক্ষেপণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২৫২ সংখ্যা ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ শনিবার ২৮ ভাদ্র, ১৪৩১

ভোটে দাঁড়াচ্ছেন দেশের সবচেয়ে ধনী মহিলা, লড়বেন হরিয়ানায় নির্বাচনে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : তিনি দেশের সবচেয়ে ধনী মহিলা। এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছেন শিল্পপতি ধনকুবের সাবিত্রী জিন্দাল। নির্দল প্রার্থী হিসেবে আসন্ন হরিয়ানা নির্বাচনে হিসার আসন লড়বেন তিনি। তাঁর ছেলে নবীন জিন্দাল অবশ্য বিজেপির কুরুক্ষেত্রের সাংসদ।

স্বামীর মৃত্যুর পর 'অন্য সাবিত্রী' সামনে আসেন। প্রবল মানসিক আঘাত সামলে ওপি গোষ্ঠীর দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেন তিনি। ৫৫ বছর বয়সে ব্যবসার পাঠ নিতে বিন্দুমাত্র ঘাবড়াননি। এমনকী তাঁর আমলে আরও বড় এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে জিন্দল গোষ্ঠী। বাড়তে থাকে সাবিত্রী জিন্দালের সম্পত্তির পরিমাণও। ক্রমে তিনি হয়ে ওঠেন দেশের সবচেয়ে বিত্তবান মহিলা। সেই সাবিত্রীই এবার ভোটের ময়দানে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে ৭৪ বছরের সাবিত্রী তাঁর মনোনয়ন জমা দেন।ফোর্বস ইন্ডিয়া তাঁকে দেশের ধনী মহিলার তকমা দেয় সম্প্রতি। আগামী ৫ অক্টোবর হরিয়ানায় ৯০ আসনের বিধানসভা নির্বাচন। ৮ তারিখ গণনা। ১৯৫০ সালের ২০ মার্চ অসমে জন্ম সাবিত্রীর । গত শতাব্দীর সাতের দশকে শিল্পপতি ওমপ্রকাশ জিন্দলের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। ওমপ্রকাশ ছিলেন ভারতে ইস্পাত এবং বিদ্যুৎক্ষেত্রে অন্যতম সফল ব্যবসায়ী। সব ঠিকঠাক চলছিল।

ওমপ্রকাশের নয় সন্তানের মা হন সাবিত্রী। মূলত ঘর সামলেই দিন কাটছিল। কিন্তু ২০০৫ সালে ৩১ মার্চ আচমকা সবকিছু বদলে যায়। ওই দিন উত্তরপ্রদেশের সহারানপুরের কাছে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওমপ্রকাশের। ওই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল হরিয়ানার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বংশীলালের ছেলে তথা সেই সময় ওই রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী সুরেন্দ্র সিংয়েরও।

সম্পাদকীয়

মমতা ইস্তফা দিলে মুখ্যমন্ত্রী কে, জল্পনা ঘুরছে বাংলাজুড়ে

আর জি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার থেকে স্বাস্থ্য ভবনের সামনে ধর্নায় বসেছেন রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের জুনিয়র চিকিৎসকেরা। এর আগে পর পর দু'দিন তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।আবার রাজ্যপালের সুপারিশ কেন্দ্র সরকার বা রাষ্ট্রপতি পুরোপুরি মেনে চলতে বাধ্য থাকেন না। সেক্ষেত্রেও কিন্তু ২টি সম্ভাবনা থাকছে। এক, রাষ্ট্রপতি শাসন আর দুই, বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, পদ্মশিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বাংলায় একদমই রাষ্ট্রপতি শাসন চান না। কেননা সেক্ষেত্রে তৃণমূলের প্রতিই আমজনতার সমর্থন চলে যাবে। বিজেপির লাভের লাভ কিছুই হবে না। উপরন্তু তাঁদের বিধায়ক সংখ্যা আরও কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে পরবর্তীকালে নির্বাচন হলে। সেক্ষেত্রে বাকি থাকছে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। পুজোর পরে মহারাষ্ট্র এবং দিল্লির ভোট হওয়ার কথা। সেই সময়ে এ রাজ্যেও নির্বাচন করিয়ে নিতে পারেন পদ্মশাসকেরা। তবে দ্রুত এই নির্বাচনে বাংলার বুকে পদ্মশিবির কতখানি নিজেদের ঘর গুছিয়ে লড়াই করতে পারবে সেটা লাখ টাকার প্রশ্ন। লোকসভা নির্বাচন কিন্তু বলে দিচ্ছে, বাংলায় বিজেপির প্রভাব কমছে। হরিয়ানা আর জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচন বিজেপির বিরুদ্ধে গেলে মহারাষ্ট্র, দিল্লি আর বাংলার ভোট নিয়ে খুব দ্রুত এগোতে চাইবে না বিজেপি। তাই সব দিক মেপে এখন পদ্মশিবিরের তরফেই চেষ্টা করা হচ্ছে, চিকিৎসকদের ওপর চাপ দিয়ে তাঁদের কাজে যোগদান করাতে। আর সেটাও আন্দোলন বজায় রেখে।গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ছিল তৃতীয় বারের বৈঠক। কিন্তু সেই বৈঠক ভেস্তে যায় আন্দোলনরত চিকিৎসকদের একগোঁয়ামির জেরে। গতকাল চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠকের জন্য নবান্নের সভাঘরে দু'ঘণ্টার বেশি সময় বসে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বৈঠক না হওয়ায়, নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, 'আমি পদত্যাগ করতে রাজি আছি। কিন্তু ওরা বিচার চায় না। চেয়ার চায়। আশা করি মানুষ সেটা বুঝবেন।' মমতার সেই ঘোষণার পরে পরেই বাংলাজুড়ে ঘুরছে এখন ঘুরছে বেশ কিছু প্রশ্ন। মমতা কী সত্যিই পদত্যাগ করবেন? যদি করেন তাহলে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? আর যদি তৃণমূল মমতাকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করতে অস্বীকার করে তাহলে কারা সরকার গড়বে? নাকি অকাল নির্বাচন নেমে আসবে বাংলার বুকে? নাকি রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হয়ে যাবে? এতশত প্রশ্ন ঘুরছে বাংলায়।প্রথমের আসা যাক মমতা আদৌ পদত্যাগ করবেন কিনা সেই প্রশ্নে। যারা মমতাকে চেনেন জানেন বোঝেন, তাঁরা এটা বিলক্ষণ জানেন, তৃণমূল সুপ্রিমো ফাঁকা বুলি দেন না। সম্ভবত সুপ্রিম কোর্ট আর জি কর নিয়ে পরবর্তী শুনানির দিন কী পদক্ষেপ করে বা নির্দেশ দেয় সেইদিকেই তাকিয়ে থাকবে তৃণমূল। সুপ্রিম সিদ্ধান্ত কী হয় সেটা দেখেই মমতা পরবর্তী পদক্ষেপ করবেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, মমতা ইস্তফা দিলে কে হবেন পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী? জোড়াফুল শিবির সূত্রে খবর, মমতাকে বাদ দিয়ে তৃণমূল কোনওদিন চলেনি, চলবেও না। তাই যে সরকারে মমতা থাকবেন না, সেই সরকারে তৃণমূলও থাকবে না। একান্তই যদি মমতা নিজে কাউকে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসিয়ে নিজে সরে যেতে চান সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য ৩টি নাম উঠে আসতে পারে। প্রথম নাম অবশ্যই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রাজী না হলে ফিরহাদ হাকিম বা চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। আবার এমনও হতে পারে মমতা সেখানেও কোনও বড় চমক দিয়ে দিবেন, অপর কোনও নাম তুলে ধরে।তৃতীয় প্রশ্ন, যদি তৃণমূল মমতাকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করতে অস্বীকার করে তাহলে কারা সরকার গড়বে? সাংবিধানিক ভাবে, যে বা যারাই সরকার গঠন করুক না কেন, তাঁকে বা তাঁদের ১৪৮জন বিধায়কের সমর্থন দেখাতে হবে। সেই সংখ্যক বিধায়ক এখন তৃণমূল ভিন্ন আর কারও কাছেই নেই। বিজেপির কাছেও নেই। অর্থাৎ তৃণমূল ভিন্ন বাংলায় এখন বিধানসভা না ভেঙে অপর কেউ সরকার গঠনই করতে পারবে না। চতুর্থ প্রশ্ন, অকাল নির্বাচন কী নেমে আসবে বাংলার বুকে নাকি রাষ্ট্রপতি শাসন শুরু হয়ে যাবে? সাংবিধানিক ভাবে দেশের কোনও রাজ্যে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে রাজ্যপালের ভূমিকা। তিনি কেন্দ্র সরকার তথা রাষ্ট্রপতির কাছে এই সময়ে নিজের অভিমত জানিয়ে চিঠি দেন। সেখানে তিনি রাষ্ট্রপতি শাসনের আর্জিও জানাতে পারেন কিংবা বিধানসভা ভেঙে নতুন করে নির্বাচন করানোর সুপারিশও করতে পারেন। তিনি কী সুপারিশ করবেন এটা সাংবিধানিক ভাবে সম্পূর্ণ ভাবেই তাঁর সংবিধান প্রদত্ত 'স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা'র মধ্যে পড়ে, যেখানে অপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

আদ্যাশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

অভ্যস্ত।

বর্তমানে যে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এই উৎসবকে অনেকে রামায়ণে বর্ণিত দুর্গাপূজার রূপ বলে মনে করেন। মা দুর্গার অকালবোধন এবং এর রামায়ণ যোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। অযোধ্যাপতি রাম

ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ১৪ বছর বনবাসকালে তাঁর স্ত্রী সীতাকে দৈত্যরাজ রাবণ অপহরণ করেন। রাবণের কবল থেকে সীতাকে মুক্ত করার জন্য রাম দৈত্যরাজা বধ করার সিদ্ধান্ত নেন। ভগবান রামচন্দ্র রাবণের প্রাণনাশে সাফল্য অর্জনের জন্য দেবী দুর্গার কৃপা কামনা করেন ও সে জন্য তিনি আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। ঐতিহ্যগতভাবে দেবী দুর্গা বসন্ত ঋতুতে পূজিত হতেন। কিন্তু যুদ্ধের কারণে রামচন্দ্র শরৎ ঋতুতে দেবীর আশীর্বাদ জন্য প্রার্থনা করেন। যদিও শরৎকাল দেবুদেবীদের ঘুমের সময় বলেই জ্ঞাত। কারণ, এ সময় দিন ছোট ও রাত বড় হয় এবং রাত সাধারণত রাক্ষস জাতির পরিচায়ক বলে গণ্য করা হয়।প্রথা অনুযায়ী দেবী দুর্গার অষ্টমী বিহিত সন্ধিপূজায় ১০৮টি নীল পদ্মের প্রয়োজন হয়, কিন্তু অনেক চেষ্টার পরেও রামচন্দ্র শুধু ১০৭টি পদ্মের ব্যবস্থা করতে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

নতুন দিল্লিতে দ্বিতীয় এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

আমরা এই অঞ্চলে নতুন নতুন সুযোগের একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছি, যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উদ্ভাবনে উৎসাহদান এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি আরও শক্তিশালী হবে। অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রের ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করে তোলাই আমাদের অঙ্গীকার। এখানে উপস্থিত সকলেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। আর আপনাদের যৌথ উদ্যোগের কারণেই 'দিল্লি ঘোষণা' প্রস্তুত হয়েছে। এই ঘোষণার মাধ্যমে আঞ্চলিক স্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, উদ্ভাবন এবং অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রের সুস্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত দ্রুততার সঙ্গে নেওয়া হবে বলে আমি আশাবাদী। আমরা এই ঘোষণা অনুযায়ী প্রতিটি সিদ্ধান্তকে কার্যকর করব এবং যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এক নতুন উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছব। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যৌথ উদ্যোগের ফলে অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রের প্রসার ঘটবে। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান এবং সম্পদের আদান-প্রদানের ফলে আমাদের শক্তি আরও বৃদ্ধি পাবে। পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য আরও বিনিয়োগের প্রয়োজন। আর তাই, এই অঞ্চলের দেশগুলিকে এই বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে, শুধু পরিকাঠামোই নয়, দক্ষ মানবসম্পদের নিরবচ্ছিন্ন যোগান এবং উন্নত প্রযুক্তিও উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ যাতে সহজেই বিমান সফর করতে পারেন, সেটিই আমাদের উদ্দেশ্য। এই সফরকে নিরাপদ, ব্যয়সাশ্রয়ী করে তুলতে হবে। আমি আশাবাদী, সম্মিলিত উদ্যোগে এই ঘোষণা কার্যকর করার মধ্য দিয়ে আমরা সকলেই উপকৃত হব।

বন্ধুগণ,

আজ আপনাদের সঙ্গে আমি ভারতের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেব। বিশ্বের প্রথম সারির অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনায় ভারত একটি শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়ন অভূতপূর্ব। ভারত দেখিয়েছে যে মাত্র এক দশকের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণভাবে সংস্কারের কাজ কতটা বাস্তবায়িত করা যায়। বিগত বছরগুলিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ভারত বিমান যাত্রাকে সকলের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছে। এক সময় এ দেশে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ বিমান যাত্রার সুযোগ পেতেন। বড় বড় কয়েকটি শহরে উন্নত বিমান যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল, আর ধনী ব্যক্তিরাই বিমান পরিষেবার সুযোগ পেতেন। নিম্ন ও মধ্যবিত্তরা খুব প্রয়োজন না পড়লে বিমানে উঠতেন না। কিন্তু আজ এ দেশের পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। এখন ভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর শহরগুলিতেও বিমান পরিষেবা পাওয়া যায়। এর জন্য আমরা আমাদের নীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছি, বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমি নিশ্চিত যে আপনারা ভারতের ‘উড়ান’ প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। এই প্রকল্পে দেশের ছোট ছোট শহরে ‘উড়ান’ পরিষেবার সূচনা হয়েছে। মধ্যবিত্ত মানুষ যার সুবিধা পাচ্ছেন। ইতোমধ্যেই ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিমান পরিষেবা ব্যবহার করতে পেরেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রথমবারের জন্য বিমান যাত্রা করেছেন। 'উড়ান' প্রকল্পের ফলে যে চাহিদা তৈরি হয়েছে, তার ফলশ্রুতিতে অনেক ছোট ছোট শহরে নতুন নতুন বিমানবন্দর তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও, প্রচুর নতুন রুট চালু হয়েছে। নাইডুজি যেমনটা জানালেন, আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, গত ১০ বছরে ভারতের বিমানবন্দরের সংখ্যা হয়েছে দ্বিগুণ। আমরা অন্য ক্ষেত্রগুলিতেও দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। একদিকে যেমন ছোট ছোট শহরে বিমানবন্দর গড়ে তোলা হচ্ছে, অন্যদিকে বড় বড় শহরে বিমানবন্দরগুলিতে আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। বিমান চলাচলের নিরিখে ভারত বিশ্বে উন্নত এক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলছে। আমাদের বিমান সংস্থাগুলিও এই বিষয়ে ওয়াকিবহাল। আর তাই, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ১,২০০-র বেশি নতুন বিমান কেনার বরাত দিয়েছে। অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রের বিকাশ শুধুমাত্র বিমান এবং বিমানবন্দরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। এর মাধ্যমে ভারতে আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে। দক্ষ বিমানচালক, ক্রু সদস্য, ইঞ্জিনিয়ার এবং আরও অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। বিমানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত করার ক্ষেত্রে আমরা আরও শক্তিশালী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছি। এর ফলে দক্ষ মানুষের প্রয়োজন হবে। এই দশকের মধ্যেই ভারত প্রথম সারির অ্যাভিয়েশন হাব-এ পরিণত হতে উদ্যোগী হয়েছে। ৪০০ কোটি ডলারের বিমান রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত শিল্প তৈরির সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর শহরগুলিতে বিমান যোগাযোগের ফলে দেশে নতুন নতুন বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।

আপনারা সকলেই মাল্টি-পোর্টের মতো উদ্ভাবনমূলক উদ্যোগের বিষয়ে অবগত রয়েছেন। বিমান চলাচলের এই মডেলটি বিভিন্ন শহরে যাতায়াতের সুযোগকে আরও মসৃণ করে তুলেছে। সেদিন আর বেশি দেরি নেই যখন এয়ার ট্যাক্সি পরিবহণের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠবে। মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নের বিষয়ে আমাদের যে অঙ্গীকার, তার প্রতিফলন আপনারা নিশ্চয়ই জি-২০ গোষ্ঠীর শিখর সম্মেলনের সময় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন। ভারতে ১৫ শতাংশ বিমান চালকই মহিলা। সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ৫ শতাংশ। এই ক্ষেত্রটিতে মহিলাদের আরও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে দেশ 'রিটার্ন টু ওয়ার্ক' বা কাজে ফিরে আসার নীতি নিয়েছে। বন্ধুগণ,

গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে ভারত একটি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ড্রোন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বিভিন্ন গ্রামে বেশ কয়েকজন প্রশিক্ষিত ড্রোন পাইলটকে যাতে পাওয়া যায়, তার জন্য আমরা 'ড্রোন দিদি' প্রকল্প কার্যকর করেছি। ভারতের বিমান চলাচল ক্ষেত্রের একটি নতুন ও অনন্য উদ্যোগ হল 'ডিজি যাত্রা'। এর মাধ্যমে সহজেই ডিজিটাল পদ্ধতির সাহায্যে বিমান যাত্রা নিশ্চিত হয়েছে। যাত্রীদের বিমানবন্দরের বিভিন্ন চেক পয়েন্টে যাতে দীর্ঘক্ষণ না দাঁড়াতে হয়, তার জন্য মুখাবয়ব শনাক্তকরণ প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হয়েছে। ডিজি যাত্রা শুধু যে দক্ষতাকেই বাড়িয়েছে তা নয়, এর মাধ্যমে আগামীদিনে যোগাযোগ ব্যবস্থা কতটা উন্নত হবে, সে বিষয়েও ধারণা তৈরি হয়েছে। আমাদের এই অঞ্চল সমৃদ্ধ ইতিহাস, পরম্পরা এবং বৈচির্ত্যে পরিপূর্ণ। এখানে প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং রীতিনীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য হাজার হাজার বছরের পুরনো। সারা বিশ্ব এই কারণে আমাদের দেশের প্রতি আকৃষ্ট। আমরা এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে পর্যটন শিল্পকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করব। অনেক দেশেই ভগবান বুদ্ধের উপাসনা হয়। ভারত একটি বৌদ্ধ সার্কিট তৈরি করেছে, কুশীনগরে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর গড়ে তুলেছে। আমরা যদি এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলিকে যুক্ত করতে পারি, তাহলে আমাদের সকলের জন্যই তা লাভবান হবে। পর্যটকরাও এর থেকে উপকৃত হবেন। এই লক্ষ্যে আমাদের উদ্যোগী হওয়ার প্রয়োজন। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থাপনা একটি সুসংহত মডেলের সাহায্যে হলে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জন্য তা যথেষ্ট লাভজনক হতে পারে। আমরা যদি আন্তর্জাতিক স্তরে একটি বৌদ্ধ সার্কিট গড়ে তুলতে পারি তাহলে পর্যটকরা যেমন উপকৃত হবেন, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অর্থনীতিও লাভবান হবে। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বর্তমানে বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অন্যান্য অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সংস্থার আধিকারিক ও কর্মীরা বিপুল সংখ্যায় এই অঞ্চলে আসছেন। পেশাদার ব্যক্তিরা কোন রুটগুলিকে বেশি ব্যবহার করেন বলুন? তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী যাত্রী পরিবহণকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলতে আমরা কি কয়েকটি রুটকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে পারি? আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল, এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার। কারণ, এই অঞ্চলের উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে হবে। আমরা ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেশন এবং শিকাগো কনভেনশনের অষ্টাদশ বর্ষপূর্তি উদযাপন করছি। বিমান চলাচল ক্ষেত্রের আরও সমন্বয় সাধন করতে, প্রতিটি নাগরিকের কাছে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। সাইবার সুরক্ষা এবং তথ্য সুরক্ষার প্রসঙ্গে আপনাদের যে উদ্বেগ, সে বিষয়ে আমি অবগত রয়েছি। প্রযুক্তি যখন কোনো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়, তখন সমাধানও কিন্তু ওই প্রযুক্তিকে ব্যবহার করেই পাওয়া যায়। আমাদের আন্তর্জাতিক স্তরে যৌথ উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করতে হবে, প্রযুক্তি এবং তথ্য সকলের মধ্যে ভাগ করে নিতে হবে, আর তাহলেই এই ব্যবস্থাপনাগুলি আরও সুরক্ষিত থাকবে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করবে। আমরা এমন এক ভবিষ্যতের লক্ষ্যে কাজ করব যেখানে আকাশ সকলের জন্য উন্মুক্ত হবে, প্রত্যেকটি মানুষের বিমানযাত্রার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। আরও একবার আমি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমস্ত অতিথিকে স্বাগত জানাই এবং এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে আপনাদের অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ!

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিশুটি দুরন্ত, সারাক্ষণ দুষ্টুমি করে। ধোপানি এক সময় শিশুটিকে একটি আঘাত ক'রে মেরে ফেললো। পরে যখন কাপড় কাচা হয়ে গেলো, তখন আবার সে তাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলে গেলো। বেহুলা বুঝতে পারলো, এ মানুষ বাঁচাতে জানে। পরদিন বেহুলা গিয়ে তার পদতলে পড়লো। তার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিতে অনুরোধ করলো। ওই ধোপানির নাম নেতাই। সে বললো, “একে আমি বাঁচাতে পারবো না, একে মেরেছে মনসা। তুমি স্বর্গে যাও, দেবতাদের সামনে উপস্থিত হও।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী পাওলি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অনেকদিন পর পর্দায় দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেত্রী পাওলি দামকে। ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচইতে আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'কাবেরী'। পরিচালক সৌভিক কুণ্ডুর পরিচালিত ছবির মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে পাওলি দামকে। হইচইয়ের সঙ্গে প্রথমবার জুটি বাঁধছেন অভিনেত্রী। তার সঙ্গে দেখা যাবে সৌরভ চক্রবর্তীকে। নিঃসন্দেহে বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এটি একটি ফ্রেশ জুটি।

অভিনেত্রী নতুন এই সিরিজ সম্পর্কে বলেন, কাবেরি শুধু একটি চরিত্রের চেয়েও বেশি কিছু। এটি স্থিতিস্থাপকতা এবং শক্তির হৃদয়ে গভীরভাবে ব্যক্তিগত যাত্রা। আমি আশা করি এই গল্পটি তাদের সঙ্গে অনুরণিত হবে যারা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছেন এবং তাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়ার ক্ষমতায়ন করেছেন।

হইচই জানিয়েছে, কাবেরী শুধুমাত্র একটি সিরিজ নয়, তার থেকেও বেশি কিছু। এটি সমসাময়িক বিষয়গুলোর ওপর একটি সাহসী বিবৃতি। যা নারী শক্তিকে উজ্জীবিত করে। নারীকে সাহস জোগায় রুখে দাঁড়ানোর, চোখে চোখ রেখে কথা বলার, ভয়ে পিছিয়ে না যাওয়ার।

এই সিরিজে একজন শিক্ষিকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন পাওলি। চরিত্রটি পারিবারিক হিংসার শিকার। শিক্ষিকার সঙ্গে এক ছাত্রীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গল্প এগিয়েছে। আপাত ভীরু স্বভাবের চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত কীভাবে ঘুরে দাঁড়ায়, তার উত্তর দেবে এই সিরিজ। উল্লেখ্য, প্রথমে সিরিজের নাম স্থির হয়েছিল 'গুটিপোকা'। পরে অবশ্য 'কাবেরী' নামটিই চূড়ান্ত হয়েছে।

নির্মাতাদের দাবি, সিরিজে পাওলি অভিনীত চরিত্রটির সফরের সঙ্গে সঙ্গেই রহস্য এবং চমক বুনে দেয়া হয়েছে। পাওলির জানান, আমার কাছে কাবেরী শুধুই কোনো চরিত্র নয়, একটা আলাদা সফর। যেসব নারী ভুক্তভোগী, আশা করছি, এই সিরিজটা তাদের মনোবল জুগিয়ে প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে নিতে সাহায্য করবে।

নতুন প্রেমে অনন্যা পান্ডে

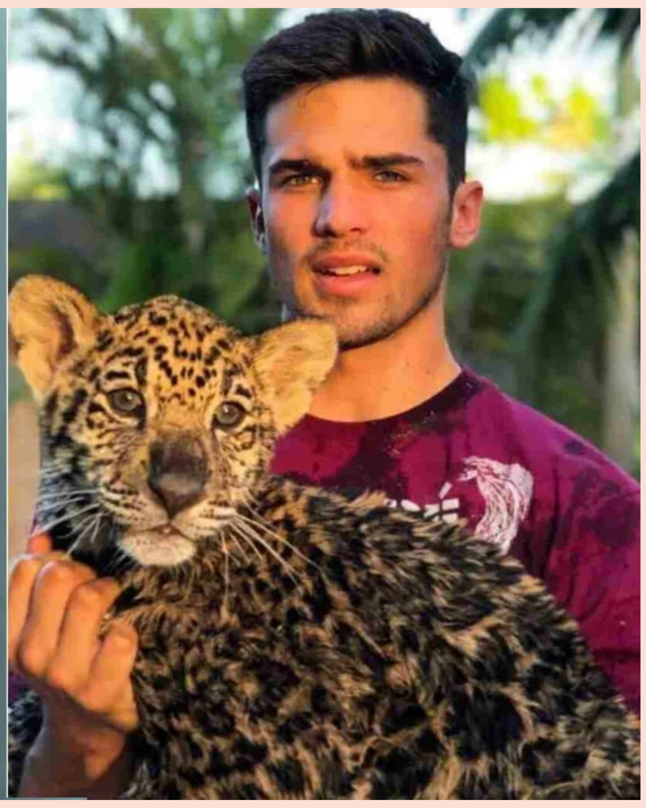

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিচ্ছেদ হতেই নতুন প্রেমে পড়েছেন অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডে। বলিউড অভিনেতা আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে খুব বেশি দিন হয়নি। এর মধ্যেই নতুন প্রেমের ইঙ্গিত পাওয়া গেল। সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ইঙ্গিত দিয়েছেন নতুন প্রেমিক নিজেই।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ভারতীয় ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের অনুষ্ঠানে অনন্যার আলাপ হয় প্রাক্তন মডেল ওয়াকার ব্ল্যাঙ্কোর সঙ্গে। প্রেমের সম্পর্কে দু'জনেই এতদিন নিরব ছিলেন। তবে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেমের সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন ওয়াকার। অনন্যা অভিনীত নতুন ওয়েব সিরিজ 'কল মি বে' ওটিটিতে মুক্তি পাওয়ার পর সেটি নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শেয়ার করে এর ক্যাপশনে লেখেন, হেই বে।

ওয়াকারের এমন পোস্টের পরই নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে নেটিজেনদের নানা জল্পনা-কল্পনা। ভক্তরা বলছেন, নতুন পোস্টের মাধ্যমে ওয়াকার তার প্রেমের সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছেন। যদিও ওয়াকারের এমন পোস্টে এখনও কোনও মন্তব্য করেননি অনন্যা।

কন্যাসন্তানের মা-বাবা হলেন দীপিকা-রণবীর

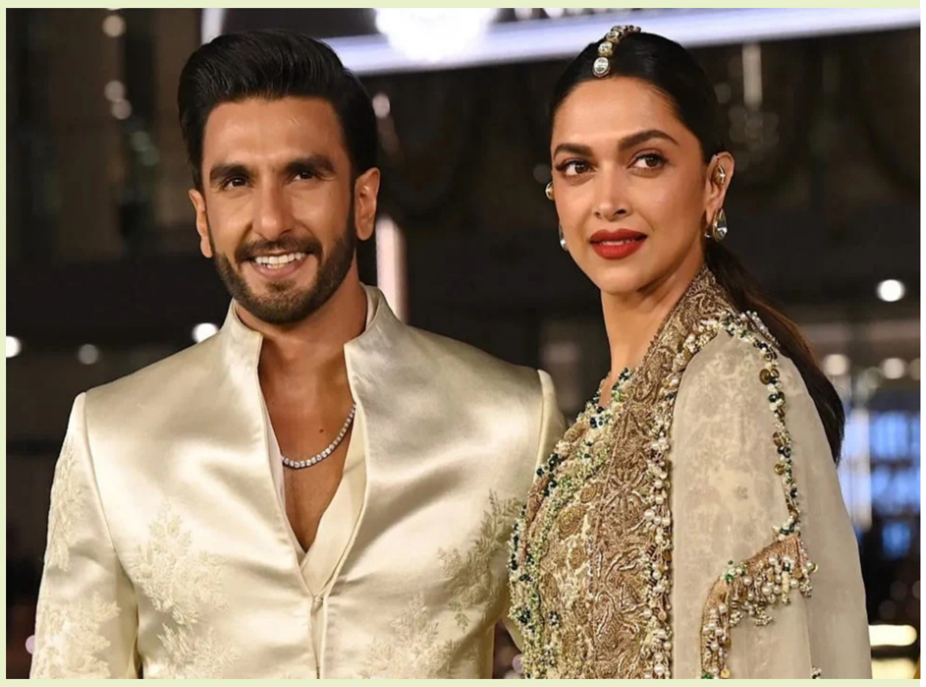

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম সন্তানের বাবা-মা হলেন দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং। ৮ সেপ্টেম্বর মুম্বাইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালে কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন দীপিকা। হিন্দুস্তানটাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুম্বাইয়ের এইচএন রিলায়েন্স হাসপাতালে তাদের নবজাতককে স্বাগত জানায়।

৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে মুম্বাইয়ের এইচ এন রিলায়েন্স হাসপাতালের সামনে পরিবারসহ দেখা গেছে দীপিকাকে। সেই সময় দীপিকার সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন অভিনেত্রীর মা। গাড়িতে না থাকলেও হাসপাতালে ঢোকার সময় অভিনেত্রীর সঙ্গেই ছিলেন রণবীর সিং।

এর আগে জানানো হয়েছিল দীপিকা-রণবীরের সন্তান ২৮ সেপ্টেম্বর ভূমিষ্ঠ হতে পারে। তার আগেই সন্তানের জন্ম দিলেন অভিনেত্রী।

দীপিকার বেবি বাম্প প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছি- কন্যা হবে না কি পুত্র! রবিবার দীপিকা জন্ম দিলেন কন্যাসন্তানের। সোশ্যালমিডিয়ায় সন্তানের জন্মের খবর এখনও নিজেরা প্রকাশ করেননি তারকা দম্পতি।

কাজের পরিবর্তে বিছানায় যাওয়ার প্রস্তাব, যা বললেন অভিনেত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কাজের পরিবর্তে পরিচালক বিছানায় যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রী নয়নতারা। সম্প্রতি ভারতীয় এক সাংবাদমাধ্যমকে দেয়া সাক্ষাৎকারে কাস্টিং কাউচ নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন অভিনেত্রী। নয়নতারা বলেন, 'আমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র দেয়ার পরিবর্তে বিছানায় যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। তবে আমি সাহস করে মুখের ওপর সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিই। কারণ, আমি জানি, নিজের যোগ্যতায় আমি দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রথমসারির অভিনেত্রী হয়ে উঠেছি।'

তবে নয়নতারাই প্রথম নন, এর আগে ২০২০ সালে দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কাস্টিং কাউচ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন 'বাহুবলী' খ্যাত আনুশকা শেঠি। মালায়ালাম ছবি 'মানসিনাক্কারে' দিয়ে চলচ্চিত্রে পা রাখেন নয়নতারা। বর্তমানে দক্ষিণী ছবির প্রথমসারির অভিনেত্রী তিনি। আগামীতে তাকে দেখা যাবে শাহরুখ খানের বিপরীতে 'জওয়ান' ছবিতে। এটি পরিচালনা করছেন অ্যাটলি কুমার।

দক্ষিণি তারকা নয়নতারা ও পরিচালক বিগনেশ শিবান বিয়ে করেন ২০২২ সালে। পরে তারা যমজ সন্তানের মা-বাবাও হন।

কাজলের ছেলে হয়ে পর্দায় আসছেন সাইফ পুত্র ইব্রাহিম

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বলিউডে একর পর এক নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে। তবে সেই নতুন মুখ যদি হয় স্ট্রারকিডেরা, সেখানে দর্শকের আগ্রহ থাকবে স্বাভাবিক।

বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানকে চেনেন না এমন দর্শক খুব কমই আছে। তার ছেলে হতে যাচ্ছেন বলিউডের হিরো। সাইফ পুত্র ইব্রাহিম যেন নেটিজেনদের ভাষায় সাইফ আলি খানের 'আপগ্রেড ভার্সন'। চেহারা হুবহু পেয়েছেন বাবারটাই। তবে কী বলিউডে এসে বাবার প্রতিস্থাপন হতে যাচ্ছেন ইব্রাহিম?

শোনা যাচ্ছে, 'সরজমিন' নামে একটি হিন্দি সিনেমায় অভিনয় করবেন ইব্রাহিম। ছবিটির পরিচালনায় রয়েছেন আরেক স্টারকিড কায়োজে ইরানি। অভিনেতা বোমান ইরানির পুত্র এই পরিচালক। 'সরজমিন' ছবিতে ইব্রাহিমের মা এর চরিত্রে থাকছেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল। বাবার চরিত্রে থাকছেন দক্ষিণী অভিনেতা পৃথ্বীরাজ সুকুমার। মালয়ালম ছবি 'হৃদয়ম'-এর আদলে ছবির চিত্রনাট্য বেঁধেছেন নির্মাতারা। ছবিতে এক ভারতীয় সেনা অফিসারের ভূমিকায় দেখা যাবে সাইফ-পুত্রকে।

ইতোমধ্যে ছবির তিন দফার শ্যুটিং সম্পন্ন। বাকি থাকা শ্যুটিংয়ের কাজ করা হবে মুম্বাইতে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরের শুরুতেই মুক্তি পাবে 'সরজমিন'।

তবে অভিনয়ে প্রথম হলেও বলিউডে এর আগেও কাজ করেছেন ইব্রাহিম। করণ জোহরের রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' ছবিতে সহকারী পরিচালকের কাজ করেছেন এই স্টারকিড।

ইংল্যান্ড সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন এলিস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোট থাকা সত্ত্বেও ন্যাথান এলিসকে যুক্তরাজ্য সফরের দলে রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু এখনও সেরে উঠতে পারেননি এই পেসার। তাই স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সীমিত ওভারের সিরিজের থেকে ছিটকে গেছেন তিনি।

লন্ডন স্পিরিটের হয়ে গত ১১ অগাস্ট সবশেষ খেলেন এলিস। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়ে এরপর থেকে মাঠের বাইরে আছেন তিনি। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান টি-টোয়েন্টি সিরিজ দিয়ে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন তিনি।

মিচেল স্টার্ক ও প্যাট কামিন্সের বিশ্রাম ও জশ হেইজেলউডের চোটে স্কটল্যান্ড সিরিজে অস্ট্রেলিয়া পেস আক্রমণ নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ ছিল এলিসের। কিন্তু সময়মতো সেরে উঠতে না পারার ইংল্যান্ড সফরও শেষ হয়ে গেল তার।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, শিগগিরই দেশে ফিরে যাবেন এখন পর্যন্ত ১৭ টি-টোয়েন্টিতে ২৮ এবং ৮ ওয়ানডেতে ১০ উইকেট নেওয়া এলিস। সবশেষ টি-টোয়েনিট বিশ্বকাপেও অস্ট্রেলিয়া দলের সদস্য ছিলেন তিনি, খেলেছিলেন তিনটি ম্যাচ।

উল্লেখ্য, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে অস্ট্রেলিয়া। এরপর ইংলিশদের বিপক্ষে রয়েছে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।

কনুইয়ে চোট, লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেলেন মার্ক উড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কনুইয়ে চোটে লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেলেন ইংলিশ পেসার মার্ক উড। এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম টেস্টে উরুতে চোট পাওয়ায় উডকে স্কোয়াড থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এবার জানা গেল কনুইয়ে বড় সমস্যায় ভুগছেন মার্ক উড।

রুটিন চেকআপ করতে গিয়ে কনুইয়ের হাড়ে চোট ধরা পড়েছে তার।

এই বছর পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড সফরে ৬টি টেস্ট খেলবে ইংল্যান্ড। তাতে থাকতে পারবেন না উড। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫টি ওয়ানডে, ৩ টি-টোয়েন্টি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩টি ওয়ানডে ও ৫ টি-টোয়েন্টিতে থাকবেন না তিনি।

এই চোট নিয়েই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ক্যারিয়ারে দ্রুততম বোলিং করছেন উড। ট্রেন্ট ব্রিজ টেস্টে ৯৭.১ মাইল গতিতে বল করেন তিনি। আগামী বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের জার্সিতে ফেরার আশা দ্রুতগতির এ পেসারের।

বাংলাদেশ সিরিজ: ভারতের স্কোয়াডে ফিরলেন পান্ত, চমক ইয়াশ দায়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথমবারের মতো ভারত জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন ইয়াশ দায়াল। এই বাঁহাতি পেসারকে নিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-বিসিসিআই। দলে ফিরেছেন রিশাভ পান্ত ও ভিরাট কোহলি। দেশের মাটিতে দুই টেস্টের সিরিজের প্রথমটির জন্য রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। নিয়মিত ক্রিকেটারদের প্রায় সবাই আছেন দলে।

মোহাম্মদ শামির দলে ফেরা হয়নি এবারও। অ্যাঙ্কেলে অস্ত্রোপচারের পর এখনও সেরে ওঠার প্রক্রিয়ায় আছেন অভিজ্ঞ এই পেসার। গত বছরের নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালের পর কোনো ধরনের ক্রিকেটেই মাঠে নামতে পারেননি তিনি। দলে ফিরেছেন লোকেশ রাহুলও। এই বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ টেস্টের সিরিজের প্রথমটি খেলার পর চোটে ছিটকে গিয়েছিলেন এই ব্যাটসম্যান। রোববার শেষ হওয়া লাল বলের প্রতিযোগিতা দুলিপ ট্রফির প্রথম ম্যাচে তিনি খেলেছেন ৩৭ ও ৫৭ রানের দুটি ইনিংস।

ইংল্যান্ড সিরিজ দিয়ে অভিষিক্ত সারফারাজ খান, ধ্রুভ জুরেল ও আকাশ দিপ জায়গা ধরে রেখেছেন দলে। বাদ পড়েছেন রাজাত পাতিদার, শ্রিকার ভারত, দেভদুত পাডিক্কাল ও মুকেশ কুমার। পেস আক্রমণে জাসপ্রিত বুমরাহ, মোহাম্মদ সিরাজের সঙ্গে থাকছেন আকাশ ও দায়াল। স্পিন বিভাগে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গী আকসার প্যাটেল ও কুলদিপ ইয়াদাভ।

আইপিএলের ২০২৩ আসরে ম্যাচের শেষ ওভারে পাঁচ বলে পাঁচ ছক্কা হজম করে প্রথম আলোচনায় আসেন দায়াল। ২০২৪ আইপিএলে শেষ ওভারে দারুণ বোলিংয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে প্লে-অফে তুলে আরেকবার খবরের শিরোনাম হন তিনি। ২৬ বছর বয়সী এই পেসার এখন পর্যন্ত ২৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ৭৬টি। দুলিপ ট্রফির প্রথম ম্যাচে তিনি নিয়েছেন ৪ উইকেট।

পান্ত সবশেষ টেস্ট খেলেছেন বাংলাদেশের বিপক্ষেই, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে মিরপুরে। এর কয়েক দিন পরই উত্তরাখন্ডের রুর্কিতে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। তবে তার ডান হাঁটুর মূল তিনটি লিগামেন্টই ছিড়ে যায়। এছাড়াও কবজি, অ্যাঙ্কেল, পায়ের অগ্রভাগসহ চোট পান নানা জায়গায়। আঘাত পান পিঠে ও মাথায়। কয়েক দফায় অস্ত্রোপচার হয়। দীর্ঘ পুনবার্সন শেষে গত আইপিএল দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরেন এই কিপার-ব্যাটসম্যান।

আইপিএলে ১৩ ম্যাচে তিনি করেন ৪৪৬ রান। এরপর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গিয়ে পান শিরোপা জয়ের স্বাদ। পরে শ্রীলঙ্কা সফরে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলেন তিনি। ২১ মাস পর লাল বলের ম্যাচ খেলতে নেমে দুলিপ ট্রফিতে দ্বিতীয় ইনিংসে ফিফটি করেন স্রেফ ৩৪ বলে। ম্যাচে উইকেটের পেছনে ক্যাচ নেন ৭টি। কোহলি গত জানুয়ারির পর থেকে লাল বলের ক্রিকেটে খেলেননি। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন ব্যক্তিগত কারণে। কোহলি ও রোহিত দুলিপ ট্রফিতে খেলছেন না। বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে লম্বা সময় পরই তাই লাল বলের ক্রিকেটে খেলতে নামবেন অভিজ্ঞ দুই ব্যাটসম্যান।

আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। পরের টেস্ট কানপুরে শুরু হবে ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে। প্রথম টেস্টের ভারত দল: রোহিত শার্মা (অধিনায়ক), ইয়াশাসভি জয়সওয়াল, শুবমান গিল, ভিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুল, সারফারাজ খান, রিশাভ পান্ত, ধ্রুভ জুরেল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, আকসার প্যাটেল, কুলদিভ ইয়াদাভ, মোহাম্মদ সিরাজ, আকাশ দিপ, জাসপ্রিত বুমরাহ, ইয়াশ দায়াল।

'বদলি' রোনালদো জেতালেন পর্তুগালকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহু সুযোগ হাতছাড়া করার পর ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত পর্তুগালই জিতল। আর শেষ সময়ে সেই ব্যবধান গড়ে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। টানা দুই জয়ে দলকে নিয়ে গেলেন লিগ ওয়ানের ১ নম্বর গ্রুপের চূড়ায়। ঘরের মাঠে রবিবার রাতে উয়েফা নেশন্স লিগের ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছে পর্তুগাল।

প্রথমার্ধে স্কট ম্যাকটোমিনের গোলে স্কটল্যান্ড এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে ব্রুনো ফের্নান্দেস সমতা ফেরানোর পর দলকে ৩ পয়েন্ট এনে দেন বদলি হিসেবে খেলতে নামা রোনালদো। টানা দুই ম্যাচে গোল করেন পর্তুগিজ মহাতারকা।

ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে আগের ম্যাচে ছুঁয়েছিলেন ৯০০ গোলের সীমানা। ৩৯ বছর বয়সী মহাতারকার এখন গোল হলো ৯০১টি।

টানা ২ জয়ে ৬ পয়েন্ট গ্রুপের শীর্ষে উঠে এসেছে পর্তুগাল। লুকা মদ্রিচের একমাত্র গোলে পোল্যান্ডকে হারিয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছে ক্রোয়েশিয়া। একটি করে জয়ে এই দুটি দলের পয়েন্ট ৩ করে।

টানা দুই হারে এখনও পয়েন্টের খাতাই খুলতে পারেনি স্কটল্যান্ড।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে মঈন আলীর অবসরের ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার মঈন আলীকে জাতীয় দলের জার্সিতে আর দেখা যাবে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজে দলে সুযোগ না পাওয়ার পর তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ৩৭ বছর বয়সী মঈন আলী ব্রিটিশ দৈনিক ডেইলি মেইলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সাক্ষাৎকারে এই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার বলেছেন, 'ইংলিশ ক্রিকেটে তার অধ্যায় শেষ, এখন পরবর্তী প্রজন্মের সময়।' নিজের অবসর নিয়ে মঈন বলেছেন, 'আমার বয়স ৩৭ বছর। অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সুযোগ পাইনি। ইংল্যান্ডের হয়ে অনেক ক্রিকেট খেলেছি। এখন পরের প্রজন্মের সময়, এটা আমাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার অধ্যায় শেষ।' টেস্ট ক্রিকেট থেকে আগেই অবসর নেওয়া মঈন ইংল্যান্ডের হয়ে ২৯৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। সর্বশেষ তিনটি বিশ্বকাপে ছিলেন দলের সহ-অধিনায়ক। তবে সম্প্রতি ভালো যাচ্ছিল না তার। বিশেষ করে ব্যাট হাতে। মঈনের ব্যাট থেকে ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বশেষ ফিফটি এসেছে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে। এরপর ১৩ ইনিংসে তার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান ৪২।

টি-টোয়েনিট ক্রিকেটে সর্বশেষ ৫ ম্যাচে তার সর্বোচ্চ রানের ইনিংস ২৫। তাই বয়স আর ফর্ম বিবেচনায় অস্ট্রেলিয়া সিরিজে মঈনকে নেওয়া হয়নি। দলে সুযোগ পেয়েছেন অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা পাঁচ ক্রিকেটার জর্ডান কক্স, ড্যান মৌসলি, জশ হাল, জন টার্নার ও জ্যাকব বেথেল।

পাকিস্তানের মাটিতেই হবে ইংল্যান্ড সিরিজের সব ম্যাচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের একটি ম্যাচ পাকিস্তান থেকে সরে যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছিল বেশ কয়েক দিন ধরে। তবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি নিশ্চিত করে দিলেন, তিন ম্যাচের সবগুলো হবে পাকিস্তানেই। খেলা হবে রাওয়ালপিন্ডি ও মুলতানে।

আগামী বছরের শুরুতে পাকিস্তানে হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এই টুর্নামেন্ট সামনে রেখে বিভিন্ন মাঠে সংস্কার ও নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় ইংল্যান্ড সিরিজ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। আগামী ৭ অক্টোবর শুরু হওয়ার কথা এই সিরিজ। পরে ১৫ তারিখ করাচির ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে হওয়ার কথা ছিল আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অন্তর্ভুক্ত সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচটি। কিন্তু সংস্কার কাজ এখনও শেষ না হওয়ায় করাচিতে হবে না ম্যাচটি। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামের উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন শেষে রোববার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানান পিসিবি প্রধান মহসিন নাকভি।

একই কারণে এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টও করাচি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচটি কোন মাঠে খেলা হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। অনিশ্চয়তা থাকায় প্রাথমিকভাবে তিন টেস্টের একটি পাকিস্তানের বাইরে গিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবু ধাবিতে খেলার কথা ভাবছিল পিসিবি।

আগামী ১৫ ও ১৬ অক্টোবর ইসলামাবাদে হবে শাংহাই কো-অপারেশন সংস্থার বৈঠক। তাই রাওয়ালপিন্ডিতে দ্বিতীয় টেস্ট আয়োজনের কোনো সুযোগ নেই বললেই চলে। ফলে মুলতানেই হতে পারে প্রথম দুই ম্যাচ। পরে রাওয়ালপিন্ডিতে হতে পারে শেষটি।

এখনও অবশ্য এই সিরিজের ভেন্যুর ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি পিসিবি। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএনক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইংল্যান্ডের বিপুল সংখ্যক দর্শক এই সিরিজ দেখতে যাবেন পাকিস্তানে। কিন্তু ভেন্যু চূড়ান্ত না হলে তাদের ফ্লাইট ও আবাসনসহ সবকিছুই থাকবে অনিশ্চয়তায়। এছাড়া ভেন্যু দেখে দল সাজানোর কথা বলেছেন ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালাম। তাই ভেন্যু চূড়ান্ত করতে একরকম তাড়ার মধ্যেই আছে পিসিবি।

স্কটল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশড করেই ছাড়লো অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথমে বল হাতে ক্যারিয়ারে প্রথমবার নিলেন ৩ উইকেট। পরে ব্যাটিংয়ে খেললেন ক্যারিয়ার সেরা ইনিংস। ক্যামেরন গ্রিনের অলরাউন্ড নৈপুণ্যের কোনো জবাব দিতে পারল না স্কটল্যান্ড। টানা তিন ম্যাচ জিতে তাদের হোয়াইটওয়াশ করল অস্ট্রেলিয়া।

০৭ সেপ্টেম্বর তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে ৬ উইকেটে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। ১৫০ রানের লক্ষ্য ২৩ বল বাকি থাকতে ছুঁয়ে ফেলেছে মিচেল মার্শের নেতৃত্বাধীন দল।

স্বাগতিকদের অল্পে আটকে রাখার কারিগর গ্রিন। ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে ৩৫ রানে ৩ উইকেট নেন ২৫ বছর বয়সী অলরাউন্ডার। পরে ২ চার ও ৫ ছক্কায় ৩৯ বলে ৬২ রানের অপরাজিত ইনিংসে দল জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। গ্রিনের হাতেই ওঠে ম্যাচ সেরার পুরস্কার।

রান তাড়ায় দ্বিতীয় ওভারে জেইক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। তিন ম্যাচে দ্বিতীয়বার রানের খাতা খোলার আগেই ড্রেসিং রুমে ফেরেন তরুণ ওপেনার। বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি আরেক ওপেনার ট্রাভিস হেড।

চতুর্থ ওভারে ১২ রান করে ফেরেন হেড। এর আগে ৩৫ ইনিংসে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১ হাজার রান পূর্ণ হয় বাঁহাতি ওপেনারের। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তার চেয়ে কম ইনিংসে ১ হাজার রান করা ব্যাটসম্যান শুধু অ্যারন ফিঞ্চ (২৯ ইনিংস)।

তৃতীয় উইকেট জুটিতে পাল্টা আক্রমণ করেন মার্শ ও গ্রিন। দুজন মিলে গড়ে তোলেন ৩৬ বলে ৬১ রানের জুটি। ষষ্ঠ ওভারে দুজনই মারেন একটি করে ছক্কা। নবম ওভারে মার্ক ওয়াটের বল বাউন্ডারির পর ছক্কায় ওড়ান গ্রিন।

দশম ওভারে জেইক জার্ভিসের বলে পুল করতে গিয়ে স্টাম্পে টেনে আনেন ২৩ বলে ৩১ রান করা মার্শ। এরপর টিম ডেভিডের সঙ্গে আরেকটি পঞ্চাশ-ছোঁয়া জুটি গড়েন গ্রিন। জয়ের খুব কাছে গিয়ে আউট হন ২ চার ও ১ ছক্কায় ১৪ বলে ২৫ রান করা ডেভিড। পরে অ্যারন হার্ডিকে নিয়ে বাকি কাজ সারেন গ্রিন।

এর আগে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে তৃতীয় ওভারে অলি হেয়ার্সের উইকেট হারায় স্কটল্যান্ড। দ্বিতীয় উইকেট জুটিতে পাল্টা আক্রমণের চেষ্টা করেন জর্জ মানজি ও ব্রেন্ডন ম্যাকমুলেন। দুজন মিলে ২০ বলে যোগ করেন ৩৪ রান।

পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে ফেরেন ১ চার ও ২ ছক্কায় ১৭ বলে ২৫ রান করা মানজি। এরপর রানের চাকা সচল রাখেন ম্যাকমুলেন। তবে অন্যপ্রান্ত থেকে তেমন সহায়তা পাননি তিনি। অল্পতেই ফেরেন রিচি বেরিংটন, ম্যাথু ক্রসরা।

একপ্রান্ত আগলে রেখে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে ফিফটি করেন ম্যাকমুলেন। ১৭তম ওভারে আউট হন তিনি ৩টি করে চার ও ছক্কায় ৩৯ বলে ৫৬ রান করে। এছাড়া আর কেউই ২০ রানও করতে পারেননি। গ্রিনের ৩ উইকেট ছাড়া অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২টি করে উইকেট নেন অ্যারন হার্ডি ও শন অ্যাবট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:

স্কটল্যান্ড: ২০ ওভারে ১৪৯/৯ (মানজি ২৫, হেয়ারস ১২, ম্যাকমুলেন ৫৬, বেরিংটন ৮, ক্রস ৭, লিস্ক ১৩, ওয়াট ১৮, জার্ভিস ৩, সোল ২, শারিফ ১*, কারি ১*; হার্ডি ৩-০-১৮-২, অ্যাবট ৪-০-২৮-২, কনোলি ৩-০-২৫-০, স্টয়নিস ২-০-১৪-১, গ্রিন ৪-০-৩৫-৩, জ্যাম্পা ৪-০-২৮-১)

অস্ট্রেলিয়া: ১৬.১ ওভারে ১৫৩/৪ (হেড ১২, ম্যাকগার্ক ০, মার্শ ৩১, গ্রিন ৬২*, ডেভিড ২৫, হার্ডি ১১*; ম্যাকমুলেন ৩-০-২৩-০, কারি ৩-০-২০-২, সোল ৩.১-০-২৮-১, শারিফ ২-০ -২০-০, ওয়াট ৩-০-৩৮-০, জার্ভিস ২-০-২২-১)

ফল: অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে জয়ী

সিরিজ: ৩ ম্যাচের সিরিজ ৩-০তে জয়ী অস্ট্রেলিয়া

ম্যান অব দা ম্যাচ: ক্যামেরন গ্রিন

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR